রেজিষ্টার নং ৩৫

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৩৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২।৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৭ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ২৭এ ক[illegible]তিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং১২ই নবেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৪০ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাসুল ৵০ আনা। কলিকাতা ষ্টানহোপ প্রেস ও পটলডাঙ্গার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা—শে)

পাট! পাট!! পাট!!!

জেটার উড এবং হেঙ্কম্যান (JETTER WOOD & Henchman)

পাট সম্বন্ধীয় যত রূপ কল আছে তাহা ইহারা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

যে সমুদায় ব্যক্তিগণ পাট সম্বন্ধীয় কারবারে [প্র]বর্ত্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে মে-[স]য়াস জেটার উড এবং হেঙ্কম্যান সাহেবদিগের নিকট পত্র লিখিবেন। উক্ত সাহেবেরা এই বিষয়ের যাবদীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এবং আবশ্যকীয় কলের ফটোগ্রাফ ও উহার মূল্য লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইহাদিগকে ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিডস্ সহরের গ্লোব ফাউণ্ডরিতে (Globe Foundry, Leeds, England) পত্র লিখিতে হইবে।

কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!

[illegible] নাটক।

[illegible] ঢাকা বাবুর বাজার বাবু [illegible]কিশোরি লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায় গ্রন্থকারের নিকট ও এন, কে, চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] পেটটুলি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] দোকানে পাওয়া যাইবে

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ

প্রায় একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭ নং ভবনে পাওয়া যায়। মূল্য ৩৷৷০।

হানিমানের জীবন ও ওলাউঠার চিকিৎসা।

একত্রে মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

হোমিওপেথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ি প্রণীত। মূল্য ১৷০, ডাক মাশুল ৵০। অন্যান্য খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ৩৪ নং ভবনে [মূ]ল্য পাঠাইলে পাওয়া যাইবে।

শ্রীহর লাল রায় প্রণীত নাটক।

হেমলতা। ২ য় সংস্করণ, ১ টাকা মাসুল ৵০।
বঙ্গের সুখাবসান। ১ টাকা মাসুল ৵০।
রুদ্রপাল ৸০ আনা, মাসুল /০ আনা।
শত্রু সংহার (শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।)
[ক]লেজ ষ্টিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

[illegible]দেশাস্তঃপাতি কলিকাতাস্থিত হাইকোর্ট[illegible] [illegible]য়র সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের সন১৮৭৩ সালের ৪০৪ নম্বরের মোকদ্দমা যাহাতে মন্মথদাসী বাদিনী এবং রাধিকা প্রসাদ দত্ত, রাজেন্দ্র নাথ দত্ত এবং নিলাম্বর দত্ত প্রতিবাদিগণ সেই মকদ্দমার উক্ত হাইকোর্ট আদালতি সন১৮৭৪ সালের ২৭এ জানুয়ারী তারিখের ডিক্রি অনুসারে উক্ত আদালতের রেজিষ্টার সাহেবের সম্মতি ক্রমে আদালত গৃহস্থিত উক্ত সাহেবের নিলাম ঘরে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি অতি শীঘ্রই নিশ্চয় বিক্রয় হইবেক যথাঃ—

সহর কলিকাতার দর্ম্মা হাটাস্থিত মানিকবসুর ঘাট ষ্ট্রিট স্থিত ১ এক হইতে ১৫ পনর নম্বর সাবেক ১২৪। ১২৬ নম্বরের দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটির দরবস্ত হকুক সমেত তৎসংলগ্ন ও দখলী ভূমি খণ্ড যে ভূমির কতকাংশের উপর উক্ত গৃহ স্থাপিত আছে। উক্ত জমীর পরিমাণ আনুমানিক ন্যূনাধিক দুই বিঘা চারি কাটা। উক্ত জমীর সীমানা উত্তরে মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রিট, দক্ষিণে মৃত উদয় চাঁদ দত্তের বাড়ী, পূর্ব্বে মৃত জগদ্বন্ধু প্রভৃতির বাড়ী এবং পশ্চিমে এক্ষণে গোকুল চন্দ্র দত্তের বাটী পূর্ব্বে গোকুল চন্দ্র দত্তের সম্পত্তি।

স্বত্তের চুম্বক পত্রে যে স্বত্ব প্রকাশ আছে খরিদ্দার গণ সেই স্বত্তের অধিকারী হইবেন। ঐ চুম্বক পত্র হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্টার সাহেবের আফিসে অথবা কলিকাতার ওলড পোষ্টাফিস ষ্ট্রিটস্থিত প্রতিবাদী গণের য়্যাটর্নি বাবু প্রমথ নাথ বসুর আফিসে নিলামের পূর্ব্বে যে কোন দিনে দেখা যাইতে পারে এবং উহা বিক্রয়ের সময়ে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
বাদিনীর আটর্ণি
সন১৮৭৪ সাল

আর, বেল চেম্বারস
রেজিষ্টার
R. Belchambers
Registrar

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোঁথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এক কালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকামায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দুর হইবে। মূল্য ১৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রি[ট] ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারি লাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমূত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কের হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত

ঔষধ ১ কৌটা	৫ টাকা
ঘৃত ১ শিশি	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকারন পক্কতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য, মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১৲ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখ দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ন হয়।

১ কৌটা ৷৷০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্কত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৸০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত
কবিরাজ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ফৌজদারি বিচার।

আসামের ষ্টিবেন্স ও যশোহরের মিয়ার সাহেবের মকর্দ্দমাতে সাহেবদিগের চৈতন্য হইয়াছে যে ফৌজদারি আইন দ্বারা দেশের বিস্তর অত্যাচার হয়। তাহারা ইহা সংশোধন করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমাদেরও মাজিষ্ট্রেটগণের অত্যাচার হইতে উদ্ধার হইবার এই সুযোগ। সাহেবদগের উৎসাহ যদি সমান থাকে, তাহারা যদি ইহাতে কায়মনোবাক্যে ও সরলভাবে নিযুক্ত হন এবং আমরা যদি তাহাদের সঙ্গে যোগ দেই তাহা হইলে আমরা অনায়াসে এই কঠোর শাসন হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। নূতন ফৌজদারি আইন কি ভয়ানক জিনিস তাহা অনেকে জানেন এবং মাজিষ্ট্রেটগণ যে অনেক সময় কিরূপ ভয়ানক স্বেচ্ছাচারী হন তাহাও অনেকে [illegible]। অতএব এই সুযোগ উপস্থিত। আমাদের বিবেচনায় যদি দেশীয় লোকের কিছু চৈতন্য থাকে, [illegible] যদি আপনাদিগের প্রকৃত মঙ্গল চান, তবে এই সুযোগ অবলম্বনে [illegible] আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করেন। আমা- [illegible] সাহেবদিগের হাতে, আবার [illegible] আমাদিগকে অনায়াসে উদ্ধার [illegible] পারেন। সাহেবেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন, আমরাও সুতরাং তাহাদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারি না। কিন্তু তাহারা আমাদিগকে যত ঘৃণাই করুন, স্বার্থ সাধনের প্রয়োজন হইলে তাহারা তখন আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেন। ইনকম ট্যাক্সের সময় তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা দেখিলেন যে আমরা যোগ না দিলে ইনকম ট্যাক্স উঠান যায় না, তাহারা অমনি আমাদের আত্মীয় হইলেন, আমরা তাহাদের সঙ্গে একত্র হইলাম, ইনকম ট্যাকস উঠিয়া গেল। সাহেবদিগের বিশ্বাস ছিল যে তাহারা ফৌজদারি আইনের অধীন নন। উহা যত কঠোর হউক সে কেবল আমাদের দমনের নিমিত্ত এবং আমরা যত দমন হই তাহারা তত অপ্রতিহতভাবে আমাদিগের দেশের মধ্যে আধিপত্য করিতে পারেন। এবার তাহাদের এবিশ্বাস গিয়াছে। তাহারা দেখিয়াছেন যে তীক্ষ্ন তরবার লইয়া ক্রীড়া করিতে গেলে সময় সময় নিজের শরীরও অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভারতবর্ষ বাসীগণকে একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যখন দেখেন যে আমরা রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ এক একটী উদ্ধারের উপায় করিয়া দেন। ফৌজদারি আইন দ্বারা যে অবিচার হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের অস্বীকার করিবার যো নাই। তাহারা বৎসর বৎসর রিপোর্টে এইটী স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহারা বাঙ্গলার আডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে এসম্বন্ধে এইরূপ দোষ স্বীকার করিয়াছেন:— "লোকের পোলিসের উপর আস্থা নাই। লোকের ১০ টাকা মূল্যের কোন দ্রব্য দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, তাহার পাছে আর দশ টাকা ব্যয় না করিলে তাহার মকর্দ্দমা হয় না, সুতরাং লোকের অনেক সময় দ্রব্যাদি চোরে গেলে গোপন করে।" গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন যে পোলিশ অত্যাচার করে, ঘুস গ্রহণ করে কিন্তু তাহারা বলেন যে পোলিসে ভাল লোক পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়া এই রূপ লোকের হাতে দেশের শান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করেন। ইহাদের হাতে আমাদের ধন মান প্রাণ।

আমরা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে দেখাইয়া দিতে পারি যে প্রতি বৎসর কত লোক অবিচার দ্বারা নিরর্থক রাজ বিচারে আনিত হয় এবং হয় ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সে পরিত্রাণ পায়। গত বৎসরের বেঙ্গাল আডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে ইহার উত্তম তালিকা সমুদয় প্রদর্শিত হইয়াছে। গত বৎসর মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সর্ব্ব সমেত ৮১৬৩৩টী মকর্দ্দমার বিচার হয়। ইহার শত করা সাড়ে পাঁয়ত্রিশটী মকর্দ্দমার আসামীরা কেবল শাস্তি পাইয়াছে এবং শতকরা সাড়ে ৬৪টী মকর্দ্দমা মিথ্যা। যে সমুদয় আসামী বিচারার্থে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপনীত হয় তাহার মধ্যে এক শত জনের মধ্যে গড় পড়তা সাড়ে উনষাইট জন আসামী শাস্তি পাইয়াছে এবং সাড়ে এক চল্লিশ জন খালাশ পাইয়াছে। সেসন আদালতে যে সমুদয় মকর্দ্দমার বিচার হয় অর্থাৎ যে সমুদয় আসামীগণ গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার শতকরা ৫১ বেহারে শতকরা ৪৬, উড়িষ্যায় শতকরা ৩৯, ছোটনাগপুরে শতকরা ৪২ এবং আসামে শত করা ৬০ জন আসামী খালাস পাইয়াছে। ইহাদের গড় পড়তা করিলে সেসনের আসামীগণের মধ্যে গড়ে শতকরা ৪৯ জন আসামী খালাস পাইয়াছে, অর্থাৎ পোলিসের অনবধানতা অথবা অত্যাচার কর্ত্তৃক মাজিষ্ট্রেটের নিকট গত বৎসর যে সমুদয় লোক রাজ বিচারে উপনীত হয়, তাহার মধ্যে শত করা প্রায় ৪২ জন মাজিষ্ট্রেটগণ ছাড়িয়া দেন, এবং মাজিষ্ট্রেটগণের মুর্খতা, অনবধানতা, অবিচার প্রভৃতি দ্বারা যাহারা সেসনে উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৪৯ জন আসামী জজ সাহেবেরা খালাস দিয়াছেন। সেসনে যে সমুদয় ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যে ১৮৯১টী মকর্দ্দমার আপীল হয় এবং ইহার ৯৭ টী মকদ্দমার আসামীগণের দণ্ড কমিয়া যায় এবং ১৩৭টী মকদ্দমার আসামী খালাশ পায়। কত ব্যক্তি ইহা দ্বারা খালাশ হয় তাহার নির্ণয় নাই। সেসনে যে সমুদয় মকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সোপোর্দ্দ হয় তাহার মধ্যে নরহত্যা অপরাধে ১১০০ ব্যক্তি ধৃত হয় এবং ইহার ৩২৪ জন মাত্র শাস্তি পায় এবং ৮৭৬ জন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে পোলিস ও মাজিষ্ট্রেট ফাসীর নিমিত্ত জজের নিকট পাঠাইয়া দেন (আমরা কলিকাতা ও সুবর্বে যে সমুদয় অবিচার হইয়াছে তাহার তালিকা স্থানাভাবে প্রকাশ করিলাম না) ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট নিজে স্বীকার করিতেছেন যে গত বৎসর ৮৪৯৪০ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে, তাহার ৩৩৬৯৮ নিরর্থক রাজ বিচারে আনিত হয় অর্থাৎ ৩৩৬৯৮ জন নির্দ্দোষী ব্যক্তি পোলিশ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবিচার, অজ্ঞতা প্রযুক্ত যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কত লোক এই অবিচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কতলোক চিররুগ্ন হইয়াছে, কতলোক হাজতের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই অবিচার নিজে স্বীকার করিতেছেন। আমরা যদি ইহা দেখাইয়া, তাহাদের নিকট ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত প্রার্থনা করি তাহা হইলে তাহারা কোন উত্তর দিতে পারেন না। ইহা ব্যতীত আমরা এরূপ অনেক অত্যাচার, অনেক অবিচার দেখাইতে পারি, যাহা আডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে উঠে নাই। আমরা যশোহরের বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষের কৃষ্ণনগরে বাবু সুরেন্দ্র বাবুর পুর্ণিয়ার আবদুল কাদের ও এবং এই রূপ শত শত মকর্দ্দমা দেখাইয়া দিতে পারিব। আমরা বলিতে পারিব যে ঈশ্বর নাপিতের মকর্দ্দমায় কি অবিচার হয় এবং বাখরগঞ্জেও কি রূপে এক জন নির্দ্দোষী ব্যক্তি ফাসী হইতে মুক্ত পায়। যদি ইংরাজেরা এবং এদেশীয়েরা একত্র হন, তাহা হইলে আমাদের অবিচার দেখাইবার অনেক স্থল আছে এবং আমরা এই সমুদয় দেখাইয়া যদি সকলে প্রার্থনা করি তাহা হইলে লর্ড নর্থব্রুক এবং সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব আমাদিগকে কখনই নৈরাশ করিবেন না।

আমরা আজ কিছু দিন হইল লুসাইদিগের ভাষার এক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তক খানি পার্ব্বতীয় চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিসনার লিউয়েন সাহেবের কৃত। লুসাইদিগের ইহাতে প্রচলিত কতক গুলি গল্প, ও সামান্য আলাপ পরিচয় তিনি সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের শেষে অভিধানের ন্যায় লুসাই ভাষার বাক্যার্থ ইংরাজিতে এবং ইংরাজি কথার অর্থ লুসাই ভাষাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। লুসাইদিগের লিখিত ভাষা কি লিখিবার কোন বর্ণ নাই। ঝো অথবা কুকি জাতি এই ভাষা ব্যবহার করে। চট্টগ্রামের পূর্ব্বে যে পর্ব্বত আছে তাহাতে ঝো ও পো নামক দুইটি জাতি বাস করে। ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করে। ঝোদিগের লম্বা কেশ, খোপা গ্রীবার উপর বাঁধে এবং পো জাতি কেশ বন্ধন করিয়া কপালের উপর রক্ষা করে। লিউইন সাহেব অনুমান করেন যে গোরক্ষ মনিপুরী এবং ঝো জাতি এক বংশোদ্ভূত এবং তাহারা প্রথম মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করে। ঝো জাতির মধ্যে ১২টী সম্প্রদায় আছে। সে গুলি এইঃ—যথা লুসাই, স্তোয়াতে, রালতে, পেতে, হ্যাংস্তে য়াল, ফনতে, ককুম, বেটলু, বোং, বংস্তোর, নেজনতে, কোযাংতে। ইহাদের ভাষার পরস্পর বিভিন্নতা আছে, তবে লুসাইভাষা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারে। লুসাই শব্দার্থঃ—মস্তকচ্ছেদন, লু মানে মস্তক শা মানে কাটে। ইহারা শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া জয়ের [illegible] মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করিত। এই নিমি[illegible]দের নাম লুসাই।

এদেশে বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞান চর্চ্চার পরিচয় দেওয়ার অসীম সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে। একটু যত্ন করিলে অনায়াসে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখা যায় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত এদেশীয়দিগের মস্তকের কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি যে উহা কোন মতে এদিকে গমন করে না। আমরা বিশ্বাস করি কেন নূতন বিষয় অনুসন্ধান করিতে ইংরাজদিগের যত সুবিধা আছে এদেশীয়দিগের তাহা নাই, কিন্তু এ আমাদের দেশ, এদেশ সম্বন্ধে কোন গবেষণা করিতে স্বভাবতঃ আমাদের যত কৌতুক, আমাদের যত্ন যত হইবে এত অন্য কাহারও হয় না। লিউইন সাহেবের পুস্তক সম্ভাবতঃ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছে সম্ভবতঃ তিনি এই পুস্তক খানি লিখিয়া কিছু উপকৃত হইয়াছেন। এদেশীয়েরা এরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সঙ্গতি অভাবে হয় তিনি ইহা মুদ্রিত করিতে পারিতেন না, আবার মুদ্রিত করিয়া হয় ত উৎসাহ প্রাপ্ত না হইয়া তিনি ভগ্নোদ্যম হইতেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান চর্চ্চার ইচ্ছা কোন বাধা দ্বারাই নিস্তেজ করিতে পারে না।

'বসন্তকের' দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সম্বাদদাতা লিখেন যে আমদানি চাউল নিঃশেষ করিবার নিমিত্ত দুর্ভিক্ষের কর্ম্মচারিরা মানুষ গোরুকে চাউল যষ্টি দ্বারা গাদিয়া খাওয়াইতেছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে তাহাতেও আমদানি চাউল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও প্রায় ১৭ লক্ষ মন চাউল মজুত আছে। এ চাউল বু[illegible] গোরুতেও খাইল না, মানুষেও আহার করি[illegible]

পারিয়া উঠিল না। গবর্ণমেণ্ট এখন এ চাউল নিলামে বিক্রয় করিতেছেন। ১৮ জানুয়ারি তারিখে ইহার কতক নিলাম হইবে। নিলামে কি দরে চাউল বিক্রয় হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট অনুমান করেন যে প্রতি মন গড়ে ১॥ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইবে। এই চাউলের আমদানি রক্ষ্‌তানের এবং অন্যায় ব্যয় সমুদয় ধরিলে সম্ভবতঃ মন প্রতি ৪৷৹ টাকা পড়িয়াছে। মন করা ১॥ টাকা করিয়া যদি বিক্রয় হয় তবে অন্যুন ৪০ লক্ষ টাকা লোকসান হইবে, কিন্তু আমাদের বোধ হয় সমুদয় চাউল হিসাবে উঠে নাই।

গত বৎসর আসামেতে ১৩১ টী নুতন চার বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে ২৩৪৩১ জন কুলি কাজ করিয়াছিল। কুলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালি ১৩১৫০, ছোট নাগপুরী ৪০৫৪, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলী ৫৫৮১, নেপালী ৩৩ এবং মান্দ্রাজী ২১৩ জন। এতদ্ভিন্ন নগদ দৈনিক বেতনে ১১১৭৩ জন কুলি কাজ করে। আসামেতে গত বৎসর ৬৪৩৫ জন কুলি আমদানি হইয়াছিল। ইহার ২৯৩৬ জন গার্ডেন সর্দ্দার দ্বারা আমদানি করা হয়। ১১৪৬৭ জন কুলির মিয়াদ নিঃশেষ হয়, ইহার ১১২ ২৪ জন আবার ঐ কাজে প্রবেশ করে। কুলিদিগের মধ্যে ৫৭৭ জনের মৃত্যু হয়। গড় পড়তা করিয়া হিসাব করিলে শতকরা প্রায় ২৷৹জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ছটী বাগানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কুলি মরিয়াছে। সেখানে শতকরা ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর ১১২৭ জন কুলি কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে কিন্তু ইহারা কোথায় গিয়াছে এবং কেন গেল তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

আমরা উপরি উক্ত তালিকাটী গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত রিজলিউশন হইতে গ্রহণ করিলাম। গবর্ণমেণ্ট ইহার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে চা-করেরা কুলিদিগের প্রতি অতি সদ্‌ব্যবহার করেন, আবার এক স্থলে লিখিতেছেন যে ১০২৭ জন কুলি পলাইয়া গিয়াছে। সদ্‌ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে পলায়ন করবে কেন? আমাদের বিবেচনায় কুলিরা কেন পালায় তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দুই চারি জন কুলি পলায়ন করে নাই। এক হাজারের অধিক কুলি পলায়ন করিয়াছে। এটি ভারি সন্দেহের বিষয়।

আমরা শুনিলাম যে গবর্ণমেণ্ট সবরডিনেট জজদিগের হাতে সেসনের ভার অর্পণের কল্পনা করিতেছেন। আমাদের ভুতপূর্ব্ব লেজিসলেটির মেম্বার ষ্টিবন সাহেব প্রথম সবরডিনেট জজদিগের হাতে কিছু কিছু গুরুতর ভারঅর্পণের প্রস্তাব করেন। সম্প্রতি সিবিল আপীল সম্বন্ধে অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন যে যদি সিবিল আপীল বিল বিধি বদ্ধ হয় তাহা হইলে সবরডিনেট জজদিগকে জেলার প্রধান জজ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সকল বিষয় না হউক অনেক বিষয় যে সবরডিনেট জজেরা সিবিলিয়ান জজ অপেক্ষা ভাল তাহা অনেকে স্বীকার করেন এবং তাহাদের হাতে সেসনের ভার দিলে তাহারা যে উত্তম বিচার করিবেন তাহাও লোকে বিশ্বাস করে। ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা ফৌজদারি যে রূপ বিচার করেন তাহাতে প্রায় সুবিচার হইয়া থাকে সুতরাং সবরডিনেট জজ কর্ত্তৃক সেসনের বিচার নিতান্ত মন্দ হইবে আমরা এরূপ প্রত্যাশা করি। এবং মাজিষ্ট্রেটেরা দেওয়ানি কোন কাজ কর্ম্ম না শিখিয়া যদি জজিয়তি করিতে পারেন তবে সবরডিনেট জজেরা চিরকাল দেওয়ানি আদালতের কাজ কর্ম্ম করিয়া কেন সেসনের কার্য্য সুচারু রূপে করিতে পারিবেন না?

স্মল কজকোর্টের জজেরা রিপোর্ট করিয়াছেন যে নিয়ম মত মুক্তেয়ারি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তাহারা স্মল কজকোর্টে কার্য্য করিতে পারিবেন। এ সুবিচার হইয়াছে। তবে যাহারা চিরকাল সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করিতেছেন এবং কার্য্যে বরাবরি পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহাদের বিনা পরীক্ষায় মুক্তিয়ারি করিতে অনুমতি করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি স্মল কজকোর্টের মুক্তিয়ারের মধ্যে অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি আছেন এবং তাহারা এই কার্য্য দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অনেকের অনেক বয়স হইয়াছে তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করিলে তাহাদের এক রূপ বহিষ্কৃত করা হইবে।

কোটি লোকের মধ্যে যে ব্যক্তির নাম উচ্চারিত হয়, যে সভাতে দেশ বিদেশ হইতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মণ্ডলি সভাবেসিত হইয়াছেন সেখানে আবার ম্যাকসমলারের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত দ্বারা যাহার নাম উচ্চারিত হয় তিনি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিনন। বহরমপুরের বাবু রামদাস সেন প্রকৃত বড়লোক এবং পণ্ডিতমণ্ডলার মধ্যে তাহার সমাদর হওয়া অতি কর্ত্তব্য। তাহার যে বয়স, যেরূপ সম্পত্তি আছে, তিনি যেরূপ স্বয়ং কর্ত্তা তাহাতে তাহার পক্ষে শাস্ত্রালোচনা লইয়া থাকা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। রামদাস বাবুর ঈশ্বর ইচ্ছা সংসারের চিন্তা করিতে হয় না, তিনি এক জন জমিদার তাহার একটী বৃহত পুস্তকালয় আছে, তিনি অহর্নিশি সেখানে পুস্তক ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কাল যাপন করেন। তাঁহার বিদ্যা চর্চ্চার যত্ন বিফল হয় নাই। তাহার ঐতিহাসিক রহস্য একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এ দেশীয়দিগের রচনা পাঠ করিতে আমাদের লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয় ইহাতে ইহাদের নিজের কিছু থাকেনা, অতি সামান্য কোন গ্রন্থও অপহরণ না করিয়া কেহ লিখিতে পারেন না। এই অপহরণ শুদ্ধ স্কুলের বালকেরা করেন না। যাহারা মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, যাহাদের দেশের মধ্যে বিদ্বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা আছে তাহারাও হয় অনুবাদ নয় চুরি ইহা ভিন্ন পুস্তক লিখিতে পারেন না। কেহ সুচতুর চুরি করিয়া ধরা পড়েন না, কেহ ধরা পড়েন। কিন্তু রাম দাস বাবুর এপর্য্যন্ত আমরা যত লেখা দেখিয়াছি তাহাতে আমরা তাহাতে তাহার নিজের অনেক বিষয় দেখিয়াছি। তিনি পরিশ্রম করেন এবং পৃথিবীতে কিছু নূতন দেন তাহার এরূপ যত্ন আছে। তিনি তাহার ঐতিহাসিক রহস্যে ইহার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে "ভারতবর্ষ পুরাবৃত্ত সমালোচনা" প্রভৃতি দশটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধে তিনি তাহার বিদ্যার ও যত্নের পরিচয় দিয়াছেন তিনি এই পুস্তক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালি মস্তিষ্ক গবেষণা করিতে ক্ষমবান।

বাবু অক্ষয় কুমার সরকার আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা সাবকাশ অভাবে তাহার পুস্তক সমালোচনা করিতে পারিনাই। তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি, আমাদের সমালোচনার উপর তাহার সুখ্যাতি অখ্যাতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেনা। আমরা সেই বিশ্বাসে এত বলম্ব করিয়াছি। যাহা হউক আমরা ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। অক্ষয় বাবু যখন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন, তখন আপনাকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের কবিতা গুলি কতক অনুবাদ, কতক রচনা করেন। তিনি ইহার নাম সেই নিমিত্ত শিক্ষানবিশ রাখিয়াছেন। শিক্ষানবিশ মুদ্রিত করিয়া তিনি যশপ্রত্যাশা করেননা। তাহা হইলে তিনি প্রকাশ করিতেন না যে ইহা তাহার বালকালের একটী জিনিস। বাল্যকালের দ্রব্য গুলির প্রতি কেমন একটী স্নেহ হয়। তিনি সেই স্নেহ বশতঃ এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাতে পদে পদে পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি একজন রসগ্রাহী এবং বাঙ্গালা ভাষার উপর তাহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। যিনি এই পুস্তক খানি পাঠ করিবেন তিনি বিরক্ত হইবেন না বরং মাঝে ২ অক্ষয় বাবুর ক্ষমতা দেখিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন।

"কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। রস পূর্ণ কাব্য গ্রন্থ হইতে ছন্দোবন্ধে রসানুবাদের চেষ্টা করিলে, অল্প অল্প ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকতা কিঞ্চিৎ জন্মে, এবং ভাষাজ্ঞানও কিছু পরিপুষ্ট হয়। যাঁহারা বালকবৃন্দের ঐ ত্রিবিধ উন্নতির কামনা করেন, তাঁহারা শিক্ষানবিশের পদ্য হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন। এবং এমনও বোধ হয়, যে বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে কিছু ফল লাভ করিবে।"

তাতিয়া তোপীর ভ্রাতা বা বা ভোপী অদ্য মাস ছয় হইতে পুনাতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন কিন্তু নানার বন্দি হওয়ার পর হইতে তিনি কোথায় গিয়াছেন তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। অনেকে বিবেচনা করিতেছেন যে তিনি কানপুরে গমন করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌতে একজন দুষ্কর্ম্মি রাজ বিচারে দণ্ডিত হইয়া কারা রুদ্ধ হয়। সম্প্রতি সে কারা মুক্ত হইলে, তাহার সদলস্থ প্রায় ৫০ জন লোক তাহাকে তাহাদের মধ্যস্থানে করিয়া নিশান উড্ডীয়মানও বাদ্যোদ্যম করিয়া মহা সমারোহের সঙ্গে গৃহে লইয়া গিয়াছে। এই রূপ রাষ্ট্র যে এই ব্যক্তির মুক্তির নিমিত্ত ছোটশিবালয়ে বাজি পোড়ান এবং আলো দ্বারা সুশোভিত করা হইবে। কয়াদ মুক্ত হইলে তাহার প্রতি এইরূপ সম্মান করা ইতি পূর্ব্বে এদেশে আর কখনই শুনা যায় নাই। বোধ হয় মিয়ার সাহেব খালাস হইলে ইংরাজেরা তাহার সম্মানার্থে একটী উৎসব করিবেন তাহাই শুনিয়া তাহারা এই রূপ উৎসব করিয়া থাকিবে।

আর এক খবর। এদিকে নানা ধরা পড়িয়াছে আবার কাবুলের প্রধান রাজ বিদ্রোহী যাকুব খাঁও ধৃত হইয়াছেন। এইরূপ রাষ্ট্র সের আলি যাকুব খাকে বন্দী করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া লাহোরের দুর্গে অবস্থিতি করিবেন। যাকুব খাঁকে কে ধরিয়া দিলেন? কাবুলে কি আর একজন সিন্ধিয়া আছেন?

কোন কোন সম্বাদ পত্রের সম্বাদ দাতারা লিখিতেছেন যে নানা এবং অন্য কয়েক জন রুশিয় দিগের সঙ্গে গিয়া যোগ দিয়াছে। সম্বাদ দাতা যে রূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন তিনি ইহা চক্ষে দেখিয়াছেন। ইংরাজেরা নানাকে শঙ্কা করেন আবার রুসদিগকে ও তাহার অধিক ভয় করেন। আবার তাহারা একত্রিত হইয়াছে এটি যে দিন ইংরাজদিগের মধ্যে বিশ্বাস হইবে সে দিন দেশে কি ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহা বলা যায় না।

বিজ্ঞাপন।

GREAT NATIONAL THEATRE.

BEADON STREET PAVILION.

Saturday, the 14th November, 1874.

Opera ! Opera !! Opera !!!

আনন্দ কানন

or

The Garden of Pleasure

To conclude with a laughable farce.

Play to commence at 8½ P. M.

Prices us usual.

NOGENDRA NATH BANERJEE,

MANAGER

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY 22th October 1874

We are glad to see it stated that our distinguished countryman Hon'ble Digambar Mitra is likely to succeed Mr. Manockjee in the shrievalty. We are inclined to think that the bestowal of some title on the Babu will not be ill-beseeming.

We congratulate Babu Koonja Lal Banjerjee on his elevation to the second judgeship of the Calcutta small Cause Court.

Our contemporary of the *Indian observer* has the following about the capture of Nana by Scindhia :—

But whether the prisoner is or is not the murderer of Cawnpore, there can scarcely be two opinions about Scindia's behaviour in making the capture. He could not of course openly protect the fugitive, however much he might have wished to do so. He could not even hide from us one on whose head so heavy a price has been put. The risk would have been too great, for detection in such a scheme must have been promptly followed by the deposition of any Prince foolish enough to entertain it. But there was one other course open to Scindia. If he really believed his suppliant to be the wretch who has so long baffled our search, he might without any danger to himself have warned him to quit his territories and seek safety elsewhere. However much we might regret the escape of so blood-stained a villain and traitor as the Nana, there is still enough of chivalry among Englishmen to have pardoned such an act on the part of Scindia. As matters are, no one will believe that Scindia's action was dictated by any love for the paramount power. Not even in the Foreign Office will he get credit for anything more lofty than enlightened selfishness, while the general verdict will be that, conscious of the bad odour in which, owing to recent events, he stands with the Indian Government, Scindia eagerly clutched at an opportunity of parading his loyalty, though at the cost of handing over to certain death the play-fellow of his youth. And if Englishmen, whose thirst for vengeance is scarcely less keen now than when the tale of atrocity was fresh in their ears, look with scorn upon the betrayal into their hands of an enemy so deeply execrated, what must we suppose will be the feelings of every native of India ? Had the Nana been nothing more than the merest stranger to Scindia—had he, instead of giving himself up, tried to hide himself in the Maharaja's territories—yet, by every code of native ethics, he ought at least to have been safe from injury. But he came with his life in his hands, with that prayer on his lips, which in all ages and in all countries has carried with it pity and compunction: he came to the one man in all India who was most strongly bound to him by the ties of religion, of nationality, of boyish friendship, by the memory of former glories, by the traditions of a race which with all its faults was never mean-spirited : he came after being a hunted outcast for seventeen miserable years, in the despair which such an existence must have produced, but with the confidence that from a clansman he had no treachery to fear ; and he is handed over without a moment's consideration to be dealt with by those from whom no pity could be expected.

We admire and fully sympathise with the magnanimous spirit of the writer, but will he tell us who has taught the Indians this "enlightened selfishness ?" The Western civilization has no doubt done us a great deal of good, but it has also destroyed the native purity of our heart. The Indians are no longer that simple artless and generous people which their ancestors were ; they are now thorough men of the world cunning and subtle, and disinterested magnanimity which was a reality to their fathers is now an idle fancy to them. The idea of betraying a suppliant into the hands of an enemy was simply inconceivable to the ancient Indian even of the humblest origin, but now a great Moharajah stoops so low as to turn into a spy and delivers a wretched creature—now more harmless than a child—who sought his protection into the clutches of his foe. This is really deplorable but we must thank our rulers for it. They have surfeited our country with their reformations, they have introduced here strange laws and tribunals, they have instilled into our mind their peculiar ideas of justice and mercy and the "enlightened selfishness" with which the Moharaja is charged is altogether an exotic plant, imported from the far West and nursed in the hotbed of Indian climate under the fostering care of our enlightened rulers.

ENGLISH COMBINATION.—The imprisonment of Mr. Meares of Jessore and the charge of murder preferred against Mr. Stevens of Assam have thrown the English residents of India into a ferment of agitation. Neither Mr. Meares nor Mr. Stevens is an important member of the English community. Nevertheless the cause of the former was supported generally by nearly the whole of the English inhabitants of India, who, when they found themselves unable otherwise to help Mr. Meares off, as a last resource, raised for him a subscription of between 10 to 15 thousand rupees to pay his expences. Mr. Stevens was released by the High Court and his English friends tried hard to help him in a similar manner. These two cases have so violently convulsed English society in India as to induce some English gentlemen seriously to propose the appointment of a Royal Commission to bring about an amendment of the administration of the Criminal law. Now Mr. Meares might, for aught we know to the contrary, have been really guilty and so those Englishmen, who have so strenuously advocated his cause, might have been all in the wrong, yet for all that we cannot help admiring that spirit of combination in Englishmen, which impels them to take such part in a case in which an individual of their nation is concerned. Such occasional ferments, with all their inconveniences, are preferable to the putrescence of stagnation. They are symptoms of health and vigor and the society in which these appear, can be in no danger of mortification. Our rulers now and then set to us many salutary examples, which we do not profit by. We are not slow to imitate, but we imitate not the good, but the worst, qualities of our rulers. We have, for instance, learnt from them the use of intoxicating draughts, but our hearts are utter strangers to those heroic sentiments, which wine gives birth to in our English teachers. The Englishman drinks to acquire prowess, to give energy to his resolution. We drink to ruin healthy constitutions, to make ourselves listless and incapable of any species of exertion, to be diseased and to die betimes. We have learnt patriotism from our rulers, but ours is a patriotism of quite a different stamp. The patriotism of Englishmen induces them to conceal their own defects from other nations and to extol the good that is in the institutions of their own country. Ours' consists in making a parade of our fancied blemishes and short-comings before the world. Englishmen think it a shame to speak of their defects and feel themselves insulted when these are noticed by others. We display our patriotism by making a parade of our baseness to strangers. We have received an English education. We have studied English Jurisprudence and philosophy. But we have yet to realise the noble principles which underlie them and which are of their essence. The English would much rather let an offending Magistrate escape, lest by condemning him to punishment they detract from the dignity of law. Thus the Lieutenant Governor released Nimchand to prevent peoples losing their confidence in the Police. Again, when a member of the English community has to appear in a Court of Justice, his countryman on the Bench treats him with marked courtesy, lest by doing otherwise he lowers the prestige of the English nation ; and from this consideration, he often times shows considerable indulgences to his countrymen. But our countryman on the Bench is the reverse of his English prototype. If a rich countryman happens to enter his Court, he makes him feel the full weight of his authority and seldom misses an opportunity of insulting him. He sets the ryots against the zemindars with the object of ruining both. His brain is incessantly at work in finding out means for harassing men of rank. If a Deputy Magistrate succeeds in bringing before his Court a respectable native gentleman,—if he can put up to sale the lands of a Zemindar—he fancies that he has attained the *summum bonum* of his existence and reaped the reward of all his diligence. Englishmen may do us any amount of injustice, —they may subject us to any manner of persecution—they may injure us in wealth and honor,—but when in a matter affecting one of their own countryman they are prompt in showing such zeal, such combination,—such firmness of purpose,—when they can sacrifice their wealth, their self-respect, their all, even their sense of justice, under the impression that the honor of their nation is compromised—such conduct must always challenge our admiration. And so long as we donot acquire the self-love, pride, dignity and self-respect of Englishmen—so long as we do not learn to consider the lowest of our countrymen as one of ourselves, in whose rise and fall, we are as interested as in that of the best of us—there can be no national reformation. A friend of ours, lately returned from England, told us in conversation that "no body in England believes that any injustice is done to us by our rulers. They think that where the people are twenty millions in number and also to some extent educated, the commission of any positive wrong should have naturally led to such a tremendous uproar as would have put to flight the evil spirits of tyranny and oppression." And from what we have seen of Englishmen in India we can easily believe that English people would think so. We wish our countrymen, instead of simply copying the external manners, would do well to imitate the more substantial qualities of Englishmen. No bar is insurmountable before perseverance. Let them only remember what a great moralist has said "We enter into life destitute of every thing but bare existence. All that we enjoy in our passage through it are *acquisitions*. They are the rewards and the results of our own care and diligence or communicated by the diligence and care of others.

THE LEVIENS CASE.—In this case we have helped our readers by dribblets. In our present article, we proceed to give the sum and substance of the whole evidence, the nature of the defence, and its relative bearing on what the affidavit discloses. The moral of the tale has yet to be drawn. The pleaders used to see the judge and the sheristadar often together on the Bench, and so they have discourteously enough charged the two together in the same affidavit. The learned Commissioner, however, knew better and made a distinction, which, without saying whether it makes any real and tangible difference, we also shall notice.

Now our readers will remember it was solemnly affirmed by twelve of the pleaders of the Judge's Court that "The late Judge Mr. A. Levien does not understand the current language of the court !! The Sheristadar sits with the Judge in the *ijlas*, dictates to the Judge in open court the orders that have to be passed, does write out the judgments and decrees, which the Judge afterwards merely copies and passes off as his own.!!! During the Sessions, the sheristadar sits with the Judge and translates at random what the witnesses depose to and the said Judge takes down what is thus translated. The depositions are never read out to the witnesses by or in the presence of the Judge." There are one or two more counts, of an equally serious nature.

We have next to estimate the character of the witnesses and the weight of the facts they swore to. Be it far from us to make any reflection upon anybody, we have not a word just now to say to the Commissioners, nor are we in raptures either with Mr. Lingham or with Mr. Ward. There is some one we do pity ; but justitia fiat. Besides we natives are soft and sentimental, tho' we do not even get the least credit for being so. We hope to keep strictly within the four corners of the reported evidence and leave it to our readers to say whether there's any use in calling a spade, an instrument of manual industry.

The prosecution was conducted, our readers are aware, by Mr. Lingham, the barrister, assisted by Mr. Wilson, a young Attorney. The charges framed against the accused were twenty in number and included all kinds of misconduct in performing the office of Judge, and tending to public scandal. Some of the minor charges were admitted by Mr. Levien, but it is to be seen whether or not he was guilty of the graver charges as well. We shall to-day place before the public the purport of the whole evidence adduced on the inquiry so that they may form their own opinion on the subject.

D... l...ing a land-holder of Rungpore, deposed:—

After waiting six weeks more from the date of hearing, I went to Mr. Levien's private house, and told him that my case was heard long ago, and no judgment was passed. So I begged him to pass the order himself whatever it might be, whether against me or in my favor, and without sending the file to the sheristadar, because I heard from a reliable source that the opposite party had deposited Rs. 600 with the sheristadar. Not getting the judgment, I went again for several days for the judgment. I explained to him my case, as I could ; on which Mr. Levien said, he could manage criminal cases to a certain extent, but that civil cases were too puzzling to him. He told me to get a decision written out. I then went away, I had a decision wrttten out at home by my son, and sent it next day in an envelope, to Mr. Levien, along with a note. I went again to Mr. Levien's house with Juggut Baboo, and saw Mr.

Levien. We had some general talk and Juggut Babu left at 10-30 A. M. and I remained. I told Mr. Levien in English that the sheristadar wanted Rs. 1,000. I said I am a poor man and can't afford to pay that sum; on which, Mr. Levien shrugged his shoulders, and told me—"If you can't pay, you must lose." I can't say the exact words; the words were to this effect:—"If you cannot pay, you must make up your mind to lose." I gave Mr. Levien to understand that the sheristadar wanted Rs. 1,000 to write the decision. I have seen Uma Churn take down notes of pleaders' arguments; and sometimes he advised Mr. Levien what to do; and sometimes he passed orders himself, without consulting Mr. Levien. I heard, while pleaders were arguing, sheristadar say to them,—"Stop, all right." Mr. Levien kept perfect silence all the time. I mix in all classes of seciety. Such is the general idea in the district, that Uma Charan Sen is the judge, and Mr. Levien s sheristadar to Uma Churn Sen. In his cross-examination, Doyal Singh deposed: I am quite sure Levien did not show signs of impatience during conversation. He said he could not write decisions in Civil cases. The very words of Mr. Levien are "I can manage Criminal cases to a certain extent, but Civil cases are puzzling." I told Kalidass Moitra, Nilcomul Lahari and Doorga Churn Sen, of Mr. Levien's expression to the effect, that if I did not pay I should lose the case [This latter statement was borne out by the evidence of Kalidass Moitra, Nilcomul Lahoori and Doorga Charan Sen, as will be shewn below.]

Kali Dass Moitro, pleader, defosed:—

Doyal told me that he visited Mr. Levien. I particularly remember his speaking of one visit and he also told one of others. The particular visit was said to be made in Ashar before last at the house of Shib Babu, when his Poonnah (the first receipt of rent) took place at 9 or 10 in the morning. Doyal told me then that, perhaps, he would not win his case, but would lose his case. I asked him, "why." He said he has asked Mr. Levien; but from the re he returned it seemed he would lose his case. He told Mr. Levien that Uma Charan wanted 1200. Mr. Levien did not attend to it, but it appea from the nature of his expression that he would l his case if he (Doyal) did not pay money to Uma Charan. He then asked my advice about what to do. Just when I was going to Toosh Bhauddar Zemindar's house, being invited on the occasion of Rathjattra, a Servant of Doyal Sing came to me, and took me to Doyal's house. Doyal then asked me to write the grounds of the decision of his case in his favor. On enquiring why he asked me for the grounds as above stated, Doyal replied that the Juuge told me to g t a decision written * *

It was 5 or 7 days before the delivery of the decision that the was conversation about the Rs. 1000, after the delivery of decision I read it, and said it was not well decided. On being aked my reason by Doyal Sing, I told him it only dealt with law points and there was no mention of facts, and that had it been written on facts, there would have been no fear of a special appeal to the High Court. I told Doyal to have it corrected, if there are any means of doing so. From the manner of Doyal Sing's conversation with myself I believed that he would be able to correct it either by the judge himself or by his Sheristadar. * * *

In the trial of civil cases the Sheristadur always sat on the bench. I have seen many times that the Sheristadar took notes of the pleaders arguments do not believe he understood me when I argued in the court.

Doorga Churan Sen the Mooktiar of Rungpore deposed:—

Doyal told me at first that Mr. Levien told me he would give his decision after his return from Bogra. The third time Doyal told me the Sherisdar would not decide the case in his favor unless he gave Rs. 1000 to him; and that he mentioned this to Mr. Levien "who answered "if you do not pay you will have to lose" I am quite certain 8 or 10 days before the Judgment was delivered Doyal Sing told me that Mr. Levien told him that unlers we would pay 1000 Rs. to Sh istadar he would lose. When crossed examined he again told "I am quite sure that Doyal Singh told me that Mr. Levien told me unless he would pay Rs. 1000 to Sheristadar he would lose." I cannot say the very words, but I distinctly understood the statement to be that The did not pay the money he would lose.

The rest of the evidence will follow in our future issues.

ANOTHER TERRITORIAL ANNEXATION.—We take he following from our able contemporary of the *Indu Prokash*:—

The Daflay family were originally the Jahageerdars of the Raja of Sattara, but in 1839 they, together with other Jahageerdars, were placed under the direct management and control of the British Government. The first engagement made with the Daflays was with Renooka Bai, the first widow of Canoji Daflay, in 1820 Since then the Jahageer has been unfortunate enough frequently to require British interference to adjust its pecuniary affairs. The family had to keep up a contingent of 60 horsemen and to pay to Government a tribute of Rupees 119 and "about Rs, 4,038 on account of certain rights inherited from the Rajas of Sattara." The Chief, who has now been deprived of the Jahageer, Amritrao, was invested with power in 185

to have since then persisted in a course of oppression and injustice, which rendered the interests and properties of the people in his territories unsafe in his hands. Until 1872, he possessed the judicial as well as the revenue administration of the districts, excepting the power of life and death. Cases involving the punishment of death, or transportation for life, were tried in a court presided over by the Jahageerdar and a British officer, and the decision had to be confirmed by the British Government. During the course of the 17 years, however, numerous complaints reached Government against the Chief, and certain inhabitants of Juth are said to have begged Government to appoint a European gentleman to administer the Jahageer. In May 1857, the Collector and Political Agent had reported "that the Chief, was in the hands of unscrupulous men: that redress for civil or criminal injuries was unattainable, property insecure, no record kept of people in confinement, unwarrantable taxes and levies imposed, and people arrested without process of law." To remedy this state of things Amritrao was asked to appoint a Karbharee to act with him, But this plan also failed and he was given the entire power in 1863, with a warning of losing it by continued mal-administration. Two Karbharees were then successively appointed by him to administer the Jahageer, but without success. Justice was not administered to the people. It is stated that "a prisoner, whose trial was over, and who from the papers in the case appeared to have been released on bail, was still in confinement. The liabilities against the Jahageer had amounted to Rs, 63,000, the annual income being about Rs. 70,000. In 1872, Captain West inquired in the presence of the Jahageerdar and his Vakeels, into the charges of mal-administration, and from his report the Government decided that many unjust decisions had proceeded from the Jahageerdar's authority and that the then existing system gave no security for the justice of future decisions. Amritrao was, therefore, deprived of his judicial powers for three years, which were now taken by the Government in its own hands. The Revenue administration no ... Since the date of the abo ... s always been out of ... represented to have thwarted the efforts of the Government officers, though warned not to do so, and though it was represented to him that Government required his cooperation. He took the revenue of the Jahageer and would not pay the compensations and the expenses of his officers. On 20th April last, a Resolution was passed which says: "There remains no other course but to make complete the partial attachment of the Jahageer which has been already carried out. And in pursuance of thist decision, His Excellency the Governor in Council directs the attachment of the State of Juth, and places the Revenue administration under the Karbharee and Assistant Agent already appointed to administer the Criminal Jurisdiction of the State.' And the Political Agent was at once told to give effect to the order and inform the Chief of the fact and its reasons and also that a personal allowance in proportion to the net income of the State, would be assigned to him for his maintenance.

The above reads like a tale, and yet it is a true one. Nor is this the first generous act on the part of our highly enlightened rulers. The nation which could adopt the principle on which the annexation of Oude was made is certainly capable of repeating the same scene on an inferior scale. How nobly did the British lions behave towards the ex-king of Oude. The Kings of Oude had been all along their best friends; they never intrigned against the British power in any way and abstained from every kind of communication with other native Potentates. During wars, they have constantly proved to be really active and most useful allies to the English and have again and again forwarded large supplies of grain and cattle to the English armies. When the English declared wars against Nepal and Burma, they were literally in a fix for want of money. They begged from door to door but no body came forward to help them. The king of Oude alone at this juncture lent the Company not only *three crores* of rupees, but also 300 hundred elephants, free of all cost, to convey their artillery, ammunition and tents. Even so late as 1842, the grand-father of the dethroned king supplied his English friends with fourteen lakhs of rupees and his son gave them thirty-two lakhs of rupees to enable Lord Ellenborough's Government to push on and equip General Pollock's army to retrieve the disasiers in Afganistan. A quarter's notice in England commonly serves to eject a tenant; but General Outram, at a quarter's notice, contrived to eject a royal dynasty, of all dynasties the most faithful to the English. As usual the cry of misrule, oppression, cruelty, &c., was raised against the Oude Government by the Residents, more appropriately to be termed spies; all sorts of wild stories were told against the king; he was a wretched creature, wholly given up to the society of singers and eunnuchs and indifferent to the ruin occasioned by his recklessness; the noble British hearts were lacerated at the misery of their subjects; they were reduced to the m ... ject poverty and ...

by the tyrant of Oude; the Eng nation melted away at these sights of hu misery and at an immense sacrifice for it them a great deal to depose their greatest all they silently and smoothly removed the king f the throne of his ancestors. No time was gi to him to think over his misfortune. English friends, perhaps, thought it un cessary, because he would have ample ti to repeat for his past sins in his confi ment. And who would not admire the Engli nation after this noble act? They had, indee to sacrifice a king but they were actuat by the most generous of feelings. They had noble cause to serve to save millions of sou from the oppressions of a tyrant and the d thronement of such monoster, be he the best friends, is no doubt a weebit. And how th English have improved the condition of th people of Oude is a well-known fac Even their own Blue-Books cannot hid the increasing misery of the Province and how better off the people were under the regime of their native Princes. The same line of noble policy is being also adopted by our Government in regard to the Juth estate. The people under the Juth chief are mercilessly oppressed; so the British help must be extended to save them. No matter if in the administration of British justice amongst the people, the Juth Chief be deprived of his birth-rights. Such a thing cannot be helped, the cause of humanity must prevail over every other consideration. The English Government we are sure will do one peice of service for which the Chief ought to be grateful. The Chief has committed several acts of oppression and he must do severe penance to wash away his sins. For this purpose, we hope, the Chief will be lodged in a snug little room and there made to pass his time in silent prayers and bless the English nation for their affording him such an opportunity to prepare for the other world. The people taken under the paternal care of the British Raj will no doubt prosper like their brethren of Oude and it is certainly their f they do not ... ve under the ... But there ... malicious peopl ... taunt our ... nment in ... sanctimonious face is always a ... you pretend philanthrophy and righteou ... nation whenever you have an interest to serve; your cry of misrule amongst the Native Princes is a pretext for annexing their territories. You override law, human and divine, to carry out your object, your principle is "end sanctifies the means." You entered into a solemn compact with the Native Chiefs never to interfere with their affairs, but you have broken your faith with them. You have introduced a system of espionage in their Courts so that their minutest acts, even their private amusements, are watched and reported, and they live, as it were, in a cage of clear glass open to the constant inspection of inquisitive Residents. They have been misrepresented; their motives misconstrued, and at last the British lion has pounced upon and rendered them quite helpless. Even small estates have not escaped your greedy bowels. In the present case what have you to answer to these questions? Why the Jagheerdars were at all brought under the direct control of the British Government? Why the family had to keep up a contingent of 50 horsemen and pay to Government a tribute of Rs. 119, and about Rs. 4038 on account of certain rights inherited from the Rajah of Satara? It is said that in the Juth territory people are arrested without process of law. But is not law and justice often trampled down under the enlightened British Government? It is also said that a released prisoner was kept in confinement, but do not such cases crop up in your territory also? Many people know that very lately a prisoner of Dacca was for six months in the jail after he was released by the High Court, and even at the present moment, it is believed, that an innocent man is rotting in the Jassore jail for certain legal technicalities. Then you charge the Juth chief with taxing the people to an unwarrantable extent. This must be a joke on your part, for have we not seen that territories yeilding millions of sterling annually, have become bankrupt by the touch of the British sceptre? As to the large liabilities of the Chief, well, you know that your debt is not a trifle." But our Government needs not mind these malicious remarks and with a flourish of trumpets let them hold up the recently published proclamation of our State Secretary the Duke of Salisbury which runs as follows:—

These acts on his part shew plainly that there is no hope of reclaming the Chief: I approve, therefore, of the decision you have taken to attach his Jagheer. I trust that your action will be a warning to any other Native Chiefs who may be disposed to misuse the powers with which ... have been entrust ...

সংবাদ।

—আজ কাল ইউরোপে শবদাহন করার উদ্যোগ হইতেছে বারছে। নামক স্থানে সম্প্রতি একটি বৃদ্ধা স্ত্রীর শরীর দগ্ধ করাহয়। তাহার আর কেহ ছিল না। তাহার মাংস ভস্ম হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগে কিন্তু অস্থি ভস্ম হইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে মৃত দেহ ৭০ সের ভারি থাকে কিন্তু ভস্মাবশেষ ওজন করিয়া কেবল তিন সের মাত্র হয়। দগ্ধ করিবার খরচ ৷৷৴০ আনা লাগে।

—জার্ম্মান দেশের রাজ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রামার স্কুল অফ চ্যাপাল নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছেন। জর্ম্মান দেশের প্রথানুসারে রাজ পুত্র এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগের পুত্রকে পরীক্ষা করিতে বলেন। আসিবার সময় বলিয়া আইসেন, যে তাঁহার পুত্রকে যেন নাম ধরিয়া ডাকা হয় এবং রাজ পুত্র বলিয়া যেন কোন পক্ষ পাতিত্ব না করা হয়।

—শুনা যাইতেছে জাপান এবং চীন দেশের মধ্যে যুদ্ধ হইবে না। চীন বাসীরা টাকা দিতে সম্মত হইয়াছে এবং জাপান বাসীরা ফর মোছা দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছে।

—ভারতবর্ষে রপ্তানি সুতা এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর কর উঠাইবার জন্য মাঞ্চেষ্টার এবং অন্যান্য স্থানের সদাগরেরা মারকুইস অফ স্যালিসবারির নিকট আবেদন করেন। তিনি বলিয়াছেন উক্ত কর কিছু দিন পরে উঠিয়া যাইতে পারে, তবে এখন উঠিবে না।

—বোম্বে লর্ড নর্থব্রুকের একটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতি... হইয়াছে। গত বৎসর লর্ড নর্থ ব্রুকের পুত্র ... সদাগরকে তাঁহার পিতার একটী ... করেরা শিল্প বিদ্যালয়ের এক জন সাহেব শিক্ষক উহা দেখিয়া প্রতিমূর্ত্তিটি গঠন করিয়াছেন।

—বেঙ্গল টাইমস বলেন যে দুই জন সাহেব এক খানি ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাওয়াতে, ক্ষেত্র স্বামী কৃষক রাগত হইয়া তীরস্কার করে। সাহেব দ্বয়ের মধ্যে এক জন কৃষককে "শুয়ার" বলিয়া গালি দেন। কৃষক সাহেবকে কিছু মাত্র ভয় না করিয়া নানা রূপ গালি দিতে লাগিল।

—শুনা যাইতেছে সিতারার কালেক্টর সদয় হইয়া তথাকার রাজাকে আপাততঃ রাজ বাটীতে থাকিতে দিবেন। রাজা যে বাটীতে ইহার পর বাস করিবেন, তাহা নাকি অদ্যাপি মেরামত করা হয় নাই, এই জন্যই কালেক্টর এত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ফল প্রকৃত কারণ তাহা নহে। রাজার দুঃখে সিতারার সমুদয় লোক উন্মত্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে থামাইবার জন্য এরূপ দয়াবান হইয়াছেন।

—বোম্বে এ বৎসর ১১১৫ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন। আগামী ১৬ই তারিখে পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

—প্রেস্টউইচ অ্যাসিলাম নামক একটী পাগলা গারদে একটী মৃত পাগলের দেহ পরীক্ষা করায় তাহার উদরের মধ্যে ১৮৪১টী দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। জুতার পেরেক ১৬২৯টী, অন্যান্য পেরেক ১৪২টী, তাম্রের বোতাম ৯টী, বক্‌লাস ২০টী, পিন ১টী, গোলাপের কুচি ১৪টী ছোট পাথর ১০টী, দড়ি ৩ গাছি, চামড়ার দল ১ গাছি, একটী শিশার গুলি এবং একটী শুঁচ। সমুদয় দ্রব্য গুলি ওজন করিয়া প্রায় ছয় সের ভারি হইয়াছিল।

—মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট তথাকার যে সমুদয় লোকের গত ঝটিকায় অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের সাহায্যার্থে ২৮৮৮০ টাকা দানের জন্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় মতামত স্থির করিবার জন্য গত বুধবারে একটী সভা হয়। তথায় সাব্যস্থ হইয়াছে যে রিলিফ ফণ্ডের কিয়দংশ মেদিনীপুরের লোকের সাহায্যার্থে দেওয়া হইবে।

—শুনা যাইতেছে যে লেফটনণ্ট গবর্ণর ১১ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তণ করিবেন। তিনি ১৪ই

—২৯ শে অক্টবর তারিখে ৬ টার সময় বোম্বে এইরূপ টেলিগ্রাফ করা হয়। "যে পারসি নানাকে চিহ্নিত করিবে, তাহার আসার প্রযোজন নাই। ট্রেসিদার সাহেব বলিতেছেন যে কয়েদী কখন নানা নয়।"

—উইলেম টারনার নামক একজন সাহেব তাঁহাকে অপমান করিয়াছে বলিয়া একজন হিন্দু ধোপা এবং এক জন মুসলমানের নামে নালিস করে। সাহেব বলেন যে তিনি এক খানি বনাৎ ধোলাই করিতে দেন এবং তাহা না পাওয়াতে ধোপার বাড়িতে যান। ধোপা বলে যে সে হিন্দু এবং তজ্জন্য সাহেবকে তাহার ঘরে যাইতে বারণ করে। সাহেব তাহা না শুনিয়া ঘরে প্রবেশ করেন এবং ধোপা এবং তাহার বৃদ্ধা মাতাকে মারেন। সাক্ষ্য দ্বারা ধোপার জবান্‌ বন্দি প্রমাণিত হয়। বিচারে ধোপা এবং মুসলমানের প্রত্যেকের এক মাস ফাটক এবং ৩৷৷০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—শুনা যাইতেছে বাভারিয়ার রাজা ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

—বোম্বে কালেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক হইবেন।

—টেকস নামক স্থানের খাঁ তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে রুসিয়ান সদাগরের দ্রব্যাদি লুঠ করিতে বারণ করেন কিন্তু তাহারা তাঁহার আদেশ প্রতি পালন করে নাই। খাঁ নীজ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন।

—এক জন উড়িয়া বেহারা নেলছন নামক এক জন ফিরিঙ্গির নামে ... য়া উহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্লেশে ... এক জন ফিরিঙ্গের সাক্ষ্যতে কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না। মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করা হইয়াছে।

—রাখিও নামক স্থানের এক জন সংবাদ দাতা লিখেন যে ছোট নাগপুরের যে সকল লোক মুক্তার হইবার জন্য দরখাস্ত করেন তাহা মুঞ্জুর করা হয় নাই কিন্তু হাওয়ের নামক একজন সাহেবকে একেবারে উকিল শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে।

—পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে জমান বন্দির কাগজে বিচার পতি দিগের এরূপ লিখিত হইবে যে সাক্ষীদিগকে তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য শুনান হইবে। হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে এরূপ আর করিতে হইবে না। ইহা দ্বারা ভয়ানক অবিচার হইবে। অনেক হাকিমেরা, বিশেষতঃ সাহেব হাকিমেরা, এখন সাক্ষীরা এক কথা বলিবে আর এক কথা লিখিয়া ফেলিবেন।

—এক জন সাহেবের একটি বিড়াল তাহার এক জন ভৃত্য কর্ত্তৃক হত হওয়ায় তিনি তাহার নামে ফৌজদারিতে অভিযোগ করেন। মাজিষ্ট্রেট চাকরকে ১৮ মাস ফাটকে দেন, আপীলে তাহার মিয়াদ কমিয়া তিন মাস হইয়াছে। সাহেব যদি তাহার ভৃত্যকে খুন করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাহার কিছু মাত্র শাস্তি হইত না।

—২১শে অক্টবরে সার জংবাহাদুর কলিকাতায় উপস্থিত হন। সীমা লইয়া ইংলিশ গবর্ণমেণ্টে কি গোল থাকে। তাহারই মিমাংসা করিতে তিনি আইসেন। আমরা শুনিলাম গোল মিটিয়া গিয়াছে।

—যে সময় রিজেণ্টক্যানেল নামক খালে বারুদে আগুন লাগিয়া ভয়ানক শব্দ হইতে থাকে, তখন সন্নিকটস্থ লণ্ডন জিউলজিকাল গারডন নামক সুবিখ্যাত চিড়া খানায় ভারি তামাসক ব্যাপার হইয়াছিল। হরিণ গরু প্রভৃতি উদ্ভিদভোজ জন্তুগণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে একেবারে উন্মত্ত হয় কিন্তু ব্যাঘ্র এবং সিংহ গুলি একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নিস্তব্ধ থাকে।

—সেক্রেটরি অফ ষ্টেট গবর্ণর জেনারেলকে লিখিয়াছেন যে তিনি আপাততঃ ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১১ লক্ষ টাকা হিসাবে লইবেন।

—ইংরেজেরা কাবুলের আমির এবং তাঁহার পুত্র যাকুব খাঁয়ের মধ্যে সৌহৃদ্যতা স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি যাকুব খাঁ তাঁহার পিতাকে দেখিবার জন্য কাবুলে খাঁ। রুসিয়ানদিগের সহিত যোগ দিয়া আফিগনিস্থান আক্রমণ করেন, এবং এই জন্যই পিতা পুত্রের মিলন করিতে এত চেষ্টা করিতেছেন।

—ডগলাস ফরসিথ সাহেব ইয়ার খণ্ড হইতে যে সমুদয় আশ্চর্য্যকর দ্রব্য আনিয়াছেন, তাহা সাধারণের দর্শনার্থ ডালহাউসে রাখা হইবে।

—২৩শে অকটবরের পূর্ব্ব সপ্তাহে মান্দ্রাজে ২১৯ জন লোক মরিয়াছে। ওলাউঠা রোগে উহার এক জনও মরে নাই। আমাশা এবং উদর পীড়ায় ৪৩ জন, জ্বরে ৪৪, এবং অন্যান্য রোগে অবশিষ্ট লোক মরিয়াছে। জাতী অনুসারে মৃত ব্যক্তিদিগকে বিভাগ করিলে এইরূপ হয় যথাঃ—ফিরিঙ্গি ১ জন, মুসলমান ২৬, হিন্দু ১৯২ জন।

—পেন নামক এক জন সাহেবের আয়া তার অল্প বয়স্ক একটি শিশুকে বিষ পান করাইয়া বধ করিয়াছে। যে দিবস বালকটা মরে সেই দিন বিকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন অসুখ ছিলনা। সন্ধ্যার সময় আহার করিয়া সে বিছানায় শয়ন করিতে যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মাতা এক রূপ কাশি শুনিয়া সন্তানকে দেখিতে যায় এবং তাহার গলায় হাত দিয়া এক রূপ লবনের ন্যায় পদার্থ বাহির করে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামীকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার আসিবার পূর্ব্বেই বালকটার মৃত্যু হইল। আয়া যে এরূপ গর্হিত কাজ করিয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

—গত মাসের শেষ সপ্তাহে মেদিনপুরে প্রত্যহ বৃষ্টি হইয়াছে। দাকনাংসে ধান্য সমুদয় জল মগ্ন হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ অনেক ধান্য নষ্ট হইবে অনেক লোকের জ্বর হইতেছে।

—কীট এবং উদ্ভিদের পরস্পর অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। কোন কোন কীট এবং উদ্ভীদ পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন কোন ক্রমেই জীবিত থাকিতে পারেনা। আবার কোথাওবা সুদ্ধ উদ্ভিদ কীট ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। উহারা কীট ধরিবার জন্য এক রূপ মধু নির্গত করে। এক জন আমেরিকান উদ্‌ভীদ-তত্ত্ববিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে পীচার নামক এক প্রকার উদ্‌ভিদ, কীট আহারী। উহার পত্রের নিম্ন ভাগ হইতে একটী আচ্ছাদন বিশিষ্ট আধার বাহির হয়। উহার মধ্যে এত মধু জন্মে যে বাহিরে আসিয়া পড়ে। উক্ত মধু মিষ্ট এবং জলবৎ। কীট সমুদয় উহা পান করিতে করিতে ক্রমশ আধারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথায় মধু রাশীর মধ্যে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত সাহেব বলেন যে উক্ত মধুর মাদকত শক্তি আছে কিন্তু উহা বিষাক্ত নহে। কীট মধু মগ্ন হইয়া বাধিয়া যায় এবং উদ্‌ভীদ ক্রমশঃ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারন করে।

—অনুমিত নানার দুই অবস্থার দুইটী ছবি তুলা হইয়াছে। তাঁহার দাড়ি পরিস্কার এবং মহারাষ্ট্র পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া একটী ছবি তুলা হইয়াছে। আর একটি উহার পূর্ব্বে দাড়ি সমেত লওয়া হয়। দুইটীর পরস্পর ঐক্যতা নাই। যে ছবিটী দাড়ি বি... উহার মুখ মসৃণ এবং মাংসাল কিন্তু অপরটীর মুখ চিন্তার রেখায় অঙ্কিত এবং শুষ্ক।

—কি সকি হয় তাহা বলা যায় না। ইংরাজেরা সম্প্রতি ডফলা যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন ও তাহার মূল কারণ এই। ডফলা জাতি বৎসর বৎসর আসামে আগমন করে। একবার আসামে আসিয়া তাহাদের মধ্যে এক রূপ কাসীর আবাস্ত হয়। তাহারা এই পী... লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করে। সেখানে গিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকের এই রোগ হইয়া মৃত্যু হয়। তাহারা মনে মনে স্থির করে যে আসামে গিয়া তাহাদের এই পীড়া শৃষ্টী এত গুলি ব্যক্তি হইয়াছে এবং আসাম হইতে এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা ১৮৭৩ খৃঃ ১২ ফেব্রুয়ারি রাত্রে ৩০০শত লোক আসামের আমতলা নামক একটী গ্রাম আক্রমণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ ও বালকে প্রায় ৪৩ জন দেশে ধরিয়া লইয়া

কাটিয়া দিতে প্রস্তুত!! পরন্তু, জানকী বাবু কৃত বিদ্যাই হউন; শুসভ্যই হউন, অথবা শুরসিকই হউন; আজি আমরা তাঁহাকে গুটি কতক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধটি প্রতিবাদক কি অহঙ্কার প্রকাশক? আমাদের অল্প বুদ্ধিতে শেষোক্তটীই জানকী বাবুর লেখার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ প্রতিবাদ করিবার যে চলতি রীতি আছে লেখক তাহার আদৌ অনুশরণ করেন নাই। প্রতিবাদ কাহাকে বলে? যখন কেহ কোন বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করিয়া তাহার সমর্থন করেন সেই মতের খণ্ডনের নাম প্রতিবাদ। জানকী বাবু বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখকের একটী মতও খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই। কেবল কতক গুলি চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া হস্ত নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাকে এখানে আমরা তাঁহার নিজের মত বলিয়া স্বীকার করিতেছি। কিন্তু সেই মতেই কত দুর সঙ্গত এবং হৃদয় গ্রাহী দেখা যাক।

১ম, শিক্ষা। স্বীকার করিতেছি সরকার মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য কিন্তু ইহার প্রতি বিধানের কি উপায় দেখাইয়াছেন? আমরা বালক কালে রূপ করিয়া এই রূপ কত লিখিয়াছি ও শুনিয়াছি, কিন্তু আমাদের অবস্থা এক রূপই আছে সুতরাং মিছামিছি কতক গুলি বকা বকাম মাত্র।

(ক) বাল্য বিবাহ যে আমাদের দুর্ব্বলতার এক মাত্র কারণ নহে ইহা বঙ্গদর্শনে সুন্দর রূপ বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বলিলেই প্রচুর হইবে যে বাল্যবিবাহ প্রথা পাশ্চমাঞ্চলেও আছে তবে কেন উক্ত প্রদেশ বীর প্রসাবনী?

২য়, আহার। জানকী বাবু লিখিয়াছেন—"আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত অসার" সুতরাং আমরা দুর্ব্বল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার মহাশয় এক "অসার" বলিয়াই নিশ্চিন্ত। অসারত্ব প্রমাণের প্রয়াস পান নাই। বঙ্গ-দর্শন প্রস্তাব লেখক মহাশয় ভাত যে সার বান এই মাত্র বলেন নাই; অধিকন্তু কোন বিজ্ঞ রসায়ন বিদের যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণও করিয়াছেন অন্যান্য রসায়ন বিৎ পণ্ডিতগণ, এ তাবৎকাল এ মতের খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সরকার মহাশয় এই মতের খণ্ডন করিয়া রসায়ন শাস্ত্রে এক কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন! গড়ের মাঠে তাঁহার মনমেণ্ট করিয়া দিলে জগৎ তাহার নিকট, কতক পরিমাণে, এই কৃতজ্ঞতা পাশ হইতে মুক্ত হইবে!!

(খ) সরকার মহাশয় মুড়ীকে যেরূপ অসার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বাস্তবিক সেরূপ নহে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যে, সহরের পক্কান্ন ভোজী লোকাপেক্ষা পল্লি গ্রামস্থ মুড়ী আহারী লোক সহস্র গুণে বলবান্!

(গ) জানকী বাবু বলিয়াছেন মাংসই, এক মাত্র মনুষ্যের পুষ্টিকর আহার। মাংস না খাইলে মনুষ্য বলীয়ান হইতে পারে না। বোধ হয় এটী ইংরাজদিগকে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ পুত এবং কোন২ ব্রাহ্মণ সম্প্রদাবি শষের * বলের সহিত ইংরাজগণের বলের কি তার তম্য আছে? রাজ পুতগণ যে অধি... তাহার প্রমাণ পুস্তকে, লোকের মুখে, এবং কার্য্যে প্রকাশ। সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেই বীর শ্রেষ্ঠ রাজ পুতগণ যে নিরামিষ ভোজী তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন।

৩য়, পরিচ্ছেদ। সরকার মহাশয়ের এই বিষয়টী লেখার কি অর্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যদি শরীরের গঠনের সৌসাদৃশ্য দেখান উদ্দেশ্য হয় তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে ইংরাজদিগকে পরিচ্ছদ করিলে বড় প্রভেদ নহে ইহা কি তিনি নিমীলিত নেত্রে দেখিয়াছেন?

৪র্থ, শাসন। এ বিষয়টী বঙ্গ-দর্শনে সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে।

---

* দোষে, চোর ইত্যাদি।

... বলুন দেখি এমন ধর্ম্ম কি আছে যাহাতে উপাসককে হত্যাকাণ্ড করিতে উৎসাহ দেয়, অহঙ্কৃত হইতে উপদেশ দেয় শংসারকে সারবান বলে এবং বিষয়ে বৈরাগ্য হইতে নিষেধ করে? তিনি কি বলেন দক্ষিণ হস্তে অসি এবং বাম হস্তে ধর্ম্ম পুস্তক লইলেই বাঙ্গালীর সাহস ও বাহুবল বৃদ্ধি হইবে? উপসংহার কালে সরকার মহাশয়কে গুটিকতক কথা বলিয়া বিদায় হই।

১ম। জানকী বাবুর লিখিত প্রতিবাদটী পাঠ করিয়া এই মাত্র মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, সরকার মহাশয়ের যশলিপসা কিছু বেশী বলবতী, সুতরাং অনুরোধ, বিনয়ের সহিত, অনুরোধ যে "অগ্রে উপযুক্ত হন পরে ইচ্ছা করুন।"

২য়। স্বর্গীয় রাজা রাম মোহন রায়ের সমুদ্র যাত্রা বাবু রমা প্রসাদ রায়ের প্রধান বিচারাসনে উপবেশন রীলাম্বর বাবুর কাশ্মীরে আধিপত্য এবং বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সিবিলিয়ান পরীক্ষায় পারদর্শিতা, সমস্ত এক মাত্র জ্ঞানের উৎকর্ষতা, সুতরাং জ্ঞান বলে বাঙ্গালীগণ সম্যক বলিয়ান হইলে সকল বিষয়েই বলিয়ান হইতে পারিবে, কিন্তু সে সময় এখনও আসে নাই। মিছামিছি কতক গুলা বকিলে কিছুই হইবে না।

৩য়। সরকার মহাশয় বলিয়াছেন বঙ্গদর্শন কেবল স্ত্রী লোকেরা পড়ে না, অবসর পাইলে পুরুষেও পড়িয়া থাকে, বোধ হইতেছে সে পুরুষ লেখক স্বয়ংই হইবেন। এই জন্যই জিজ্ঞাস্য পুরুষে আর স্ত্রীতে প্রভেদ কি? আমাদের দেশে সেরূপ স্ত্রী লোক সংখ্যা এখনও অতি অল্প যাঁহারা বঙ্গ দর্শন সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারেন। পুরুষের মধ্যে অনেকে বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ স্থল।

২৪এ সেপ্টম্বর ১৮৭৪।

শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

মফস্বল এজেন্সি।

মফস্বলবাসী রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কলিকাতায় যদি কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে লিখিলে আমরা অতি সত্বর ও স্বল্প মুল্যে তাহা ক্রয় করিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। যত টাকার জিনিশ খরিদ হইবে তাহার প্রতি শতকরা আমরা পাঁচ টাকা কমিসন কাটিয়া লইব। অর্ডারের সঙ্গে ২ টাকা পাঠাইতে হইবে। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বরাবর অর্ডার ও টাকা পাঠাইলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইব। কাহারো কোন পুস্তক কি অন্য কোন বিষয় ছাপাইয়া লইতে হইলে তাহারো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

শ্রীঅনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

☞ কাপড়, পুস্তক, ষ্টেসনারি, ফার্ণিচার ইত্যাদি যত প্রকার দ্রব্য কলিকাতায় পাওয়া যায় তাহা আমরা প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন অল্প সুদে যত টাকা হউক কর্জ্জ করিতে হইলে তাহারও যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

THE UNIVERSAL MEDICAL HALL.
N. C. PAUL AND CO'S MOST WONDER FUL PILLS.!

A Specific for chronic and malarious fevers, enlarged spleen and liver.

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা!!

পুরাতন ও ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রামক জ্বরের এবং প্লীহা ও যকৃত রোগের মহা-ঔষধ।

এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত রোগাদির যে সকল ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকে সেবন করিয়া প্রথমে আরোগ্য লাভ করেন, পরে অল্প কালের মধ্যে পুনর্ব্বার পীড়িত হইতে প্রায় সর্ব্বদা দেখা যায়। এক প্রকারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ... দ্বারা রোগ কেবল স্থগিত থাকে ... রোগ বিনাশ হয় না। কারণ যে পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া বিষ শরীর হইতে নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই নিমিত্ত আমরা বহুতর বহুদর্শী ও সুবিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য নামক রৌপ্যাবৃত বটিকা প্রকাশ করিতেছি। ক্রমাগত গত চারি বৎসরাবধি নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই মহৌষধ সেবনে সহস্র সহস্র উল্লেখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসায় বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালা চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই বটিকা সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা শরীর হইতে কুইনাইনের ও ম্যালেরিয়ার বিষ নির্গত করিবার এক প্রকার দৈব ঔষধ বলিলে বলা যাইতে পারে। প্রতি কৌটায় ৩০টা বটিকা আছে এবং উহা সেবনাদির নিয়মাবলি উহার সহিত আছে।

প্রতি কৌটার মূল্য ১৷০ টাকা ডাক মাশুল ⁄০ আনা। এই মাশুলে ২টা কৌটা অনায়াসে যাইতে পারে। অপর

আমরা বহু দিবসাবধি বিলাত হইতে ইংরাজী ঔষধাদি আনাইয়া অত্র নগরীতে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্রয় ও প্রেরণ করিতেছি। এক্ষণে যে সকল মহোদয় উক্ত ঔষধাদির নিয়ম বিবেচনা করিয়া থাকেন ও সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে যখন যাহা প্রয়োজন হইবেক অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে লিখিলে ও মূল্য প্রেরণ করিলে অতি সত্বর প্রেরণ করিব, ও ঔষধের মূল্যের মুদ্রিত তালিকা বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাশুলে পাঠাইব এবং ঔষধাদি ভিন্ন অপরাপর দ্রব্য যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহাও সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিব তাহার কমিসন শত করা ৫ পাঁচ টাকা মাত্র লইব।

এন, শী, পাল এণ্ড কোং
ইউনিভারশেল মেডিকেলহল।
২৮৩।২৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা, শোভাবাজার।

গৌড়েশ্বরনাটক মূল্য ৷৴০ আনা ডাকমাশুল ⁄০।

THE plot of the work was evidently suggested by the Ramayana. The author seems to have no ordinary power and poetical im... ...ages and we meet in it with scene... ...s deeply pathetic.
The Bengalee.

রমেশ বাবু সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমে এই নাটকে একটী ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। নির্জ্জীব বাঙ্গলার গদ্য আরও নির্জ্জীব, তজ্জন্যে রমেশ বাবু নাটকগত পাত্রগণের উত্তেজিত হৃদয়ের ভাব সকল নিয়তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দুই এক খানি নাটকে স্থানে২ পাত্রগণের মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু সে সকল নাটককার সকল সময়ে সে নিয়ম রক্ষা করেন না। গৌড়েশ্বর নাটকে এই রীতিটী সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং নাটক খানি পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্ব দৃষ্টে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি।—অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি।

ক্যানিং ও সংস্কৃত লাইব্রেরী এবং অমৃত বাজার পত্রিকা আফীসে প্রাপ্তব্য।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুয্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

...মানিক নানা সাহেব মোরর হইতে আগ্রা নীত হন। আগমন কালে তাহার সহিত ৬ জন বন্দুকধারী গোরা থাকে। উহার দুই জন তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া গাড়িতে আইসে। অপর চারি জন অন্য গাড়িতে পশ্চাৎ২ আসিতে থাকে। আগ্রা হইতে নানা কানপুরে প্রেরিত হইয়াছেন।

—বুলেন স্মিথ সাহেব পোর্ট কমিসনারের চেয়ারম্যানের পদ পরিত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে শক সাহেব পুনরায় বহল হইয়াছেন।

—আরকটের অন্তর্গত রনিপার নামক স্থানে পোলিস একটী গুরুতর অন্যায় করিয়াছে। তথাকার এক ব্যক্তি একটী অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্ত হওয়ায় অপর এক জন তাহাকে তিরস্কার করে। দোষী রাগত হইয়া তিরস্কারককে মারে। সে পরাস্ত হইয়া তাহার কয়েক জন আত্মীয়কে তাহার সাহায্যের জন্য ডাকিয়া আনে। সহায়হীন দোষী অন্য উপায় না দেখিয়া সম্মুখে একটী পুস্করীতে ঝম্প দিয়া পড়ে। ঐ পুস্করীতে স্নান করা বারণ ছিল। পুলিস আসিয়া উক্ত ব্যক্তিকে জল হইতে উঠিতে বলায় সে কহিল যে তাহার ভয় করে। তখন পুলিস তাহাকে গুলি করিলেন। ঘটনা ক্রমে ঐ গুলিতে অপর একজন নির্দোষী লোক জীবন হারায়। ইহার বিচার হইতেছে। কি হুকুম হয় বলা যায় না।

—২৪শে অক্‌টবরের পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৫ জন লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে। উহার মধ্যে দশ জন খ্রীষ্টান ১৬০ জন হিন্দু এবং ৬৫ জন মুসলমান।

—মান্দ্রাজে ফিরিঙ্গিরা একত্র হইয়া একটী সভা করিয়াছেন। তাহারা তাহাদিগের অবস্থার বিষয় গবর্ণমেণ্টে জানাইবেন। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের উপর সুপ্রসন্ন হয়েন ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা। ফিরিঙ্গিরা দিন দিন মস্তক উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

—ঘোড়াকল বিহীন এক প্রকার বন্দুক গঠিত হইয়াছে। ঘোড়াকল হঠাৎ পড়িয়া যে কত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত বন্দুক লইয়া শীকার করিতে ভারি সুবিধা।

—ট্রাভ্যাঙ্কোরে তথাকার রাজ বংশোদ্ভব এক জন বৃদ্ধ উপস্থিত হইয়াছেন। ট্রাভ্যাঙ্কোরের রাজা তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বৃদ্ধের বয়ক্রম ১০০ বৎসর। ট্রাভঙ্কোরে রাজ পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া তীর্থপর্য্যটনে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন। বহুকাল ভ্রমণের পর তিনি জন্ম ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মহারাজা তাঁহাকে অতিশয় সম্মান সহকারে আপনার বাটিতে আনিয়াছেন। পুরাতন রাজাদিগের ইতিহাস বৃদ্ধের কতক২ স্মরণ আছে। তিনি যে রাজ পরিবারস্থ কেহ ইহা নিশ্চয় রূপে অবধারণ করিবার জন্য রাজ বাটীর কাগজ পত্র অনুসন্ধান করা হইতেছে।

—গত ২৮এ অক্‌টবর তারিখে গুইকার অতি আড়ম্বরের সহিত লক্ষী বাইয়ের পুত্রের নাম করণ করিয়াছেন। ঐ ব্যাপার সমাধা কালীন ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত ...ক তাঁহার উত্তরাধিকার মুঞ্জুর করিয়া কোন আদেশ ...ন নাই, ইহাতে গুইকারের মনে অতিশয় ভয় ...ছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট ... বাইয়ের পুত্রকে রাজা হইতে দিবেন না। বরদা... জনরব উঠিয়াছে যে গবর্ণর জেনারেল গুইকারকে ...য়াছেন যে লক্ষী বাই সম্বন্ধীয় অনেক গোলমাল এবং ভাল রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি সত্বর তা... আদেশ প্রকাশ করিবেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ লাভ তাহাতে এই সুযোগে গুইকারের রাজ্য গ্রাস করিতে যে ছাড়িবেন এমন বোধ হয় না।

প্রেরিত পত্র।

আমাদের পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে "বান্ধব" নামে ...খানি মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন বাহির হইয়াছে ...নিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। প্রথম সংখ্যক বান্ধবের কুলবধু পাঠে আমাদের কিছু ভয় হইল, বঙ্গদর্শনে "প্রাচীনা এবং নবীনা" প্রবন্ধটি দেখিয়া তিনজনা নবীনা বড় রাগ করিয়াছিলেন, ভাবিলাম এটি দেখিয়াও যদি কোন কুলবধু সম্মার্জ্জনী ধারণ করেন, তবে প্রথমতঃই একটি মঙ্গলসূচক ব্যাপার হইয়া যায়। এইক্ষণে ভাদ্র মাসের ৩য় সংখ্যক বান্ধবের "ষটকারক" ও পাঠ করিলাম। বঙ্গদর্শন একবার ফলের সহিত মনুষ্যের তুলনা করিয়াছিলেন, ইনি আবার ছয়টি কারকের সহিত তুলনা করিলেন। বান্ধব কি কেবল কারক লিখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না সন্ধি প্রকরণ, সমাস ইত্যাদিও ক্রমে লিখিয়া এক খানি নব ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবেন? করিলে ভালই, বোপদেব কৃত "মুগ্ধ বোধ" অপেক্ষা এখানি ভাল হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গ দর্শনের অনুকরণ করেন বলিয়া বান্ধব সম্পাদককে মন্দ বলি না, আজ কাল যে সে লোকই বঙ্গদর্শনের অনুকরণ করেন তার তিনিও এক জন উপযুক্ত লোক। বঙ্গদর্শন একবার দশ মহাবিদ্যার সহিত এই ভারতবর্ষের তুলনা করিয়াছিলেন দেখিয়া আমাদের এক জন বন্ধু একটি থেলো হুকার সহিত সেই দশ বিদ্যার তুলনা করিলেন। আমাদের বন্ধু যদি এরূপ করিতে পারেন তবে আমাদের বান্ধবও পারেন, দোষ কি? কোন পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন যে হুকা কেমন করিয়া দশবিদ্যা হইলেন? তবে শুনুন। "হে হুকে! তোমার সর্ব্বাঙ্গ কালো, অতএব তুমি কালী, এই যে আম্র পল্লবের নলটি তোমার মুখে এইটিই লোল জিহ্বা। তোমার মুখে একটি রুপার তারাও ফুটিয়াছে অতএব তুমি তারা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির উপরে তৃতীয়া বিদ্যা ষোড়শীর আসন ছিল তোমারও আশন (জেবান্দাজ) সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক নীল লোহিত, এবং শ্বেত বর্ণের বনাতে প্রস্তুত হইয়াছে, এজন্যে তুমি ষোড়সী। এই মর্ত্ত ভুবনে সর্ব্ব স্থানেই তোমার পূজা করে, অতএব তুমি ভুবনেশ্বরী। তোমার গ্রীবারন্ধ্র সিকের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিলে যখন তুমি ভৈরবী। যখন তোমার মস্তক রূপ কলিকা নামাইয়া তামাকু সাজে তখন তুমি ছিন্নমস্ত, আবার তামাকু সাজিয়া যখন সাগ্নিক কলিকা তোমার স্কন্ধে বশাইয়া দেয়, তখনই তুমি ক্রমে ধুমাবতী রূপ ধারণ করিতে থাকে। যখন পদাতিকেরা (মপশ্বল যাইতে) তোমাকে থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া বগলে করিয়া নেয়, তখন তুমি বগলা মুখি। এটি কত দূর সঙ্গত পাঠক বিবেচনা করুন এরূপ অনুকরণ করিয়া কেবল আত্ম পরিচয় দেওয়া মাত্র।

বঙ্গদর্শন সকল বিদ্যাই প্রকাশ করিয়া ছিলেন, এই কবির দুইটি বিদ্যা বাকি রহিল, তথাচ তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। বান্ধবকেও প্রশংসা করিতে হয় যেস্থানের মৃত্তিকার যেরূপ গুণ এবং শক্তি, সেখানে সেই রূপ শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে; মালদহের আমের আটি, ছাতকের কমলা নেবুর বীজ আমাদের দেশে রোপন করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বান্ধবের ফলও ঠিক সেই রূপ। তিনি ষটকারকের প্রথমে বলেন "পৃথিবীতে অনেক লোক আছে তাহাদের সহিত কোন ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই। তাহারা কোন দিনও কোন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় নাই, উপসর্গ কিম্বা উপপদ বলা যায় কি না বিচার্য্য রহিল" বোধ হয় পূর্ণাধিবেশনে ইহার বিচার হইবে, হউক, কিন্তু কোন দিনও কোন ক্রিয়াতে লিপ্ত হয় না, এমন একটি লোকও কি তিনি পৃথিবীতে দেখাইতে পারিবেন? পরন্তু কারক সকলও জনক জননী শাশুড়ী, ননদী এবং শিক্ষক মহাশয় প্রভৃতিকে নাববলিয়া একটুকু সাধারণ ধর্ম্মের সহিত যোগ করিয়া দিলেও কিছু জ্ঞান হইত।

যথা।

সম্প্রদত্তা কন্যার সম্বন্ধে জনক জনকীকে অপাদান না বলিয়া, আমাদের প্রাণের সম্বন্ধে এই দেহকে অপাদান কারক বলা যাইতে পারে, যেহেতু এক দিন না এক দিন এই দেহ হইতে প্রাণের ছাড়াছাড়ি হইবে। যেহেতু বালকের অপাদান মাষ্টর বলিয়া কুকর্ম্মা মাত্রই মনুষ্যের অপাদান বলা উচিত ছিল, যে হেতু কুকর্ম্মকে সর্ব্বদাই মনুষ্যের ভয় করা উচিত। সমুদয় কারক লিখিতে গেলে আমাদের ও একখানি ব্যাকরণ হইয়া উঠে, এজন্য আর লিখা গেল না; ইচ্ছা করিলে অনেকেই এরূপ ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে পারেন ইহাতে বড় বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক করে না।

সর্ব্বশেষে ষট্‌কারকের পরিশিষ্ট পাঠ করিয়া "কমলা কান্তের দফতর" মনে পড়িল, কমলা কান্তের দফতর বলেন, "বঙ্গীয় যুবকেরা "ইয়ারকিতে হি, শয্যা গৃহে শী, এবং বিষয় 'কর্ম্মে হট্‌। আবার বক্তৃতা সময়ে হি, "নাট্যশালায় সাজেন শী, মদ খাইলে হন "হট্‌" ষট্‌কারকের পরিশিষ্ট বলেন। "কেহ২ পুরুষ সমাজে কর্ম্মকারক, নারী সমাজে "কর্ত্তৃকারক, আর সুচতুর বুদ্ধিমানের হস্তে "করণকারক" এখন বলিতে পারি, বঙ্গদর্শন অপাদান কারক (যত আদানম্‌] আর বান্ধব সম্প্রদান কারক (যস্মৈ দানম্‌) বান্ধব যে এত শীঘ্র শীঘ্রই সম্প্রদান কাক হইয়া উঠিবেন আমাদের বিশ্বাস ছিল না, তিনি যদিও প্রথম সংখ্যকের অবতরণিকায় বলিয়াছিলেন 'যদি দেখিতে পাই যে আমরা নিতান্ত নিঃস্ব, ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিব" বুঝিয়াছিলাম এটি বান্ধবের সৌজন্যতা, এইক্ষণ দেখিতেছি বান্ধব সত্য কথাই বলিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই, আমরা জানি, কালীপ্রসন্ন বাবু একজন উপযুক্ত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি, এজন্যই তাঁহার মুখে এরূপ অসার কথা শুনিতে ভাল লাগে না অন্যের মুখে হইলে শোভা পাইত। বঙ্গদর্শনের অনুকরণই মন্দ কি? বঙ্গদর্শনের অনেক গুণ আছে। বঙ্গদর্শন স্বয়ংই আজ্ঞা করিয়াছেন "যাহার "অনেক গুণ আছে, তাঁহার অনেক দোষ "আছে।" এজন্য বঙ্গদর্শনের অনেক দোষও আছে। বঙ্গদর্শনের প্রথমাক্ষরে সর্ব্বদাই একটি "যকলা" যোগ হইয়া থাকে এই এক প্রধান দোষ, আর সমুদয় ক্ষুদ্র২। আপনার দোষ কেহই দেখিতে পান না, পরের দোষ সংশোধনে বিলক্ষণ পটু। প্রদীপ, গৃহের সমুদয় স্থানের অন্ধকার নষ্ট করেন, আপনায় নিচে যে একটুকু অন্ধকার আছে, তাহা দেখিতে পান না। এইক্ষণ বান্ধব সম্পাদককে সবিনয়ে প্রার্থনা করি, পারিলে, বঙ্গদর্শনের গুণ ভাগের অনুকরণ্‌ করুন, যদ্দারা উপকার হইবে, তাহা না হইলে আপনি *রাজ দ্বারে থাকুন, আর শ্মশানেই থাকুন কখনই বান্ধব বলিব না। আপনিও একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই পত্রিকা খানি কেবল ৩ মাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, আরো কয়েক দিন একটুকু বিশেষ যত্ন করা উচিত, আপনার গ্রাহকদিগের মধ্যে লিখা পড়াও জানেন, অনেকেই মনে করেন যে কেবল অনুরোধে ঠেকিয়া ১।৵০ আনা অপব্যয় করা হইল। কেবল বঙ্গদর্শন বান্ধবকে ভাল বলিয়া দিয়াছেন, এ নিমিত্ত সকলে ভাল বাসবেনা, অনেকেই জানেন বঙ্গদর্শন কোন সাময়িক পত্রকে মন্দ বলিতে সাহস করেন না, তাহাদের হাত পা আছে; গর্দ্দভ বলিয়া দিয়াছেন, গ্রন্থকারের মুণ্ডই সুভক্ষ্য।

বান্ধবের একজন পাঠক।

বাঙ্গালির বাহুবল।

কিছু দিন হইল বঙ্গ দর্শনের "সার উইলিয়ম গ্রে এবং বঙ্গ দর্শন" নামে যে প্রবন্ধ লিখিত হয় তাহার বিরুদ্ধে বাবু জানকী নাথ সরকার মহাশয় মস্তক চালনা করিয়া আপনার গভীর বিদ্যা—বুদ্ধির দৌড় দেখাইয়া ছিলেন। আবার সম্প্রতি গতবারে অমৃত বাজার পত্রিকায় উক্ত প্রশংশিত মহাশয় বঙ্গদর্শন লিখিত বাঙ্গালীর বাহুবল সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া লেখককে এক জন কৃত বিদ্য ও লিপীকুশল না বলিয়া থাকা গেল না। লেখাটি পড়িয়া লেখকে এক জন সুসভ্য বলিয়াও বোধ হয়, কারণ ইনি আপনার সভ্যতার অনুরোধে বঙ্গদর্শনের